এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অক্টোবর ২০১২

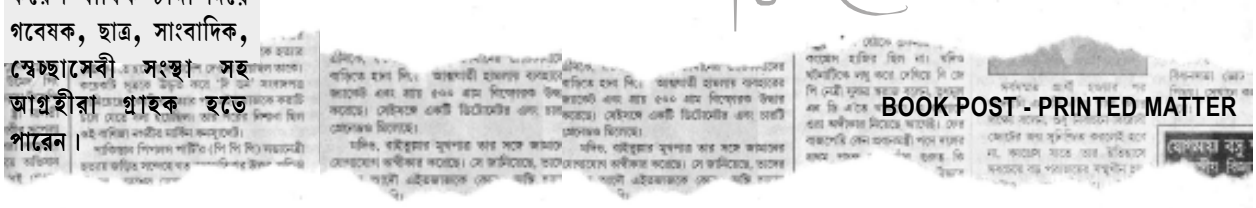

হিতোপদেশ

১৮/৬৪

জিনশস্য নিয়ে কৃষি-বিষয়ক পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টের জন্য সময় লাগল আড়াই বছর। কমিটি ছিল ৩১ জনের। রিপোর্টের পাতা সংখ্যা ৪৯২। কমিটির মত, কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও খাদ্যের ওপর জিন ফসলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণে জিনশস্য দেশের খাদ্য সমস্যার ঠিক সমাধান নয়। জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া নামের সমন্বয়,কমিটির রিপোর্টকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে সরকারকে জিন কারিগরি ব্যবহারের রাশ টানতে অনুরোধ করেছে।

সবুজ এজলাস

১৮/৬৫

পরিবেশ নিয়ে সব মামলা এখন থেকে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুন্যালে। এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এদিকে ট্রাইবুনালের দুর্বল পরিকাঠামো, এদিকে ট্রাইবুন্যালে ঘোর কর্মী সংকট।

সাইরেন...

১৮/৬৬

প্রবাল প্রাচীরের অস্তিত্ব সংকটে। সংকটের কারণ গ্রিন হাউস গ্যাস। গত বছরের হিসেবে পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আগের থেকে ৩ শতাংশ বেড়েছে। গত শতকে পৃথিবীর গড় উষ্ণতা ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। জলের উষ্ণতা বাড়লে প্রবাল প্রচীরের মৃত্যু সম্ভাবনা। এসব জানিচ্ছে নেচার চিন্তা -পত্রের এক প্রতিবেদন।

বনNO!

১৮/৬৭

বণ্যপ্রাণী বা তার দেহাংশ বাজেয়াপ্ত হলে সংবাদ মাধ্যমে বিবৃতি দিয়ে তার মূল্য জানানো যাবে না। এই ধরনের তথ্য চোরা শিকারীর লোভ বাড়ায়। তাই সংবাদ মাধ্যমে এই ধরনের বিবৃতি প্রকাশ নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় ওয়াইল্ড লাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো। তারা এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছে রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে।

তবে...!!

১৮/৬৮

জিনশস্য ফলন এমন কিছু বাড়েনি। বলছেন খ্যাত উন্নয়নব্রতী ও পতঙ্গবিদ হান্স হেরেন। হেরেন , এর জন্য উদাহরণ টেনেছেন ভুট্টা উৎপাদনের । জিন কারিগরি ব্যবহারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টার ফলন গত ২৬ বছরে যেখানে ছয় শতাংশ বেড়েছে, সেখানে বিনা জিন কারিগরিতে ইউরোপে এই উৎপাদন বেড়েছে আট থেকে দশ শতাংশ।

গোমড়াথোরিয়াম

১৮/৬৯

দেশ থেকে থোরিয়াম অক্সাইড টন টন পাচার হচ্ছে। এই উদ্যোগে বিশ্বে ভারত প্রথম দেশ ।থোরিয়াম এক তেজস্ক্রিয়

পদার্থ। থোরিয়াম দিয়ে দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব। থোরিয়াম থাকে মোনাজাইট পাথর হিসেবে। এই মোনাজাইট আছে দেশের উপকূল জুড়ে। ২০০২ থেকে '১২ উপকূলের মোনাজাইট সঞ্চয় একুশলক্ষ টন কমেছে। যদিও পরমাণু শক্তি বিভাগের লাইসেন্স বিনা কোনো সংস্থা মোনাজাইট প্রক্রিয়াকরণের উদ্যোগ নিতে পারে না—কোনো সংস্থাকে মোনাজাইট প্রক্রিয়াকরণের অনুমতি দেওয়া হয় না।

কত শুনব ? ১৮/৭০

অমেরুদণ্ডী প্রাণী বিলুপ্তির পথে। এর পরিমাণ-মোট অমেরুদণ্ডী প্রাণীর এক পঞ্চমাংশ ।কারণ নাকি, চাষ ও গৃহস্থালির কাজে জলাশয় থেকে জল তুলে নেওয়া। এইসব বলা হয়েছে জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনের রিপোর্টে।

রাষ্ট্রসংঘবদ্ধ... ১৮/৭১

জিনশস্যের জীববৈচিত্রের উপর প্রভাব নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘ মূল্যায়ন শুরু করবে। এই মূল্যায়ন করবে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম। সঙ্গে বেহিসেবী মাছ ধরা ও সমুদ্র সম্পদ আহরণ, জলবায়ু বদল ইত্যাদিতে সমুদ্রের 'শূন্য অঞ্চল' হওয়া নিয়েও মূল্যায়ন হবে।

কর্ণাটক বলছে... ১৮/৭২

কর্ণাটকে সরকারি উদ্যোগে জৈবচাষ প্রকল্প। এই কাজ হবে কমবেশি চার লাখ হেক্টর জুড়ে। উপকৃত হবে ৫.২৮ লাখ চাষি। জৈব খামার নিয়ে জানতে চাষিদের কিউবা ও ইস্রায়েল পাঠানো হবে।

ভ্রম ন ১৮/৭৩

ওড়িশার সিমলিপাল জাতীয় উদ্যানের মাটিতে পাতার থেকে বেশি খালি চিপসের প্যাকেট। অবার কববেট জাতীয় উদ্যানে হাতির যাওয়া আসার করিডর আটকে অজস্র রিসর্ট। সুদূর লাদাখে হেমিস ন্যাশনাল পার্কের নালায় বরফ স্তরের ভেতর, বাংলার দমদমে বাঁধা বিড়ির প্যাকেট। এসব জানছি বন পত্রিকার সুবাদে।

বাঘরোল... ১৮/৭৪

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপশু বাঘারোল সংকটে। কারণ জলাভূমি দূষণ। এই দূষণের কারণ কারখানার বিষবাষ্প,আবর্জনা-এই দূষণের কারণ চাষজমির রাসায়নিক সার-কীটনাশক। বাঘরোল থাকে জলাভূমির ধারের ঝোপঝাড়ে। খায় অগভীর জলের মাছ, সাপ, ব্যাঙ , শামুক, ইঁদুর, পাখি ইত্যাদি। এখন খাদ্যে টান। বাঘেরোল লোকালয়ে ঢুকে হাঁস-মুরগি খাচ্ছে। খেতে গিয়ে গণপ্রহারে মারা যাচ্ছে। সঙ্গে আছে জনজাতির বাঘরোল শিকার। গত ডিসেম্বর ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ অব্দি বাংলায় বাঘরোল মারা গেছে ২৭টি।

স্থল বনাম জল ১৮/৭৫

নৌসেনার মহড়ায় সাগরে জীবজগতের ক্ষতি। এমন ঘটনা কর্ণাটকে। কর্ণাটকের নেত্রানি দ্বীপে। এই দ্বীপ নিয়ে নৌসেনার সঙ্গে একটা পরিবেশ সংগঠনের তিনবছর ধরে মামলা চলছে। সংগঠনটি মামলা করে আপাতত-মহড়ায় নিষেধাদেশ দিয়েছে।

ফুলের জলসায় ! ১৮/৭৬

মহারাষ্ট্রে জনজাতি ফুল চাষ করছে। এই ফুল মহারাষ্ট্রে থানে জেলার বিক্রমগড়ে। এখানে জনজাতিরা ফলবাগিচা করেছে। ফলবাগিচার পাশাপাশি আশু আয়ের জন্য এই ফুল চাষ। এর পেছনে আছে মহারাষ্ট্র ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ট্রান্সফার ফর রুরাল এরিয়াজ। প্রথমে কাজ শুরু করে এগারোটি জনজাতি পরিবার, কাজ শুরু ২০০৫- এ। ২০০৫-এ এগারোটি পরিবার লাভ করেছে ২১ হাজার-এর বেশি।

এগারো পরিবার থেকে পরিবার সংখ্যা এখন ৪৩০ হয়েছে । মেয়েরা মালা ও তোড়া বানানো শিখেছে।বিক্রির বিপণন সঙ্ঘে ২২ জন মহিলা সদস্যও আছে।

মাছ নিয়ে দলাদলি ১৮/৭৭

কর্ণাটকে দল করে মাছ চাষ হচ্ছে। কর্ণাটকের রায়চুড় জেলার মালিয়াবাদ গ্রামে এইসব হচ্ছে। মাছ হচ্ছে সোমসমুদ্র

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জলাশয়ে। এই কাজে আছে গ্রামের ১২০ বাসিন্দার সমিতি—মালিয়াবাদ রায়থারকেরে অবিরুধি সঙ্ঘ। এই জলাশয় থেকে পাওয়া যায় হেক্টর প্রতি ৫৩৩ কিলো মাছ। গত বছরের নিট আয় ২,৭০,০০০। এই আয়ের অর্ধেক রাখা হয় জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিসাধনের তহবিলে, বাকিটা সদস্যদের ভেতর বণ্টন করা হয়। এই উদ্যোগে লাভ হচ্ছে দলের বাইরের অনেকেরও। মাছ বিক্রি-মাছধরা এইসবে বছরে পাঁচমাস নিযুক্ত থাকে দলের বাইরের মেয়েরা। পুরো কাজটায় টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক।

সদর দফতরে কামান দাগো! ১৮/৭৮

বেদান্তর বার্ষিক সম্মেলনে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ বেদান্তর সদর দফতর লন্ডনে। বিক্ষোভের তারিখ ২৮ অগস্ট ২০১২। বিক্ষোভ ফয়েল বেদান্ত সংগঠনের। একইরকম বিক্ষোভ এশিয়া ও আফ্রিকায়, যেখানে যেখানে বেদান্ত কাজ করে।

লন্ডনে প্রতিবাদীরা বেদান্তর অধিবেশনকক্ষের দরজার সামনে হট্টাগোল বাঁধায়। বেদান্তকে তার লগ্নিকারীদের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এসব নিয়ে আরো জানতে দেখুন foilvedanta.org ।

শুধু হাহাকার! ১৮/৭৯

হিমাচলপ্রদেশে পশুখাদ্যে ঘাটতি। হিমাচলে বন দফতর বনায়নের নামে খালি পাইন লাগায়। পাইন, ঘাস বা অন্য পশুখাদ্যের গাছগাছড়া হতে দেয় না। পরম্পরাগত শস্য ভালো পশুখাদ্য। হিমাচলে ওখানকার পরম্পরাগত শস্যের চাষ হয় না, বাণিজ্য ফসলের চাষ হয়। আবার পাহাড়জুড়ে ল্যানটানা ও ইউপাটোরিয়াম আগাছার বাড়বাড়ন্ত। সঙ্গে আছে দাবানল, দাবানলে জ্বলে গেছে ১৬ হাজার হেক্টর বন। এইসব জানাচ্ছে প্রকাশ ভান্ডারী ও মানসি আশার নামের হিমাচলের দুই পরিবেশব্রতী।

অভিশাপ! ১৮/৮০

ফুকুশিমার আশপাশে প্রজাপতির অঙ্গবিকৃতি। এই বিকৃতি জিজিরিয়া মাহা প্রজাপতির। যার আর এক নাম পেলগ্রাস ব্লু বাটারফ্লাই। এখানে এই প্রজাপতির চোখে বড় গর্ত দেখা দিচ্ছে, ডানা কুঁচকে যাচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে, ডানায় ছোপের ধরনের হেরফের হচ্ছে। এইসব হচ্ছে ফুকুশিমা দাইচি বিকল হওয়ার পর। এইসব বেশি ঘটছে চুল্লির আশপাশে। এইসব বলেছে জাপানের রুইকিউ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। গবেষণাফল বেরিয়েছে সায়েন্টিফিক রিপোর্টস পত্রে।

+ টিক ১৮/৮১

কচুরিপানা থেকে প্লাস্টিক। এমন প্লাস্টিক তৈরির কথা বলেছে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির ম্যানোম্যানিয়াম সুনদরনর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এই প্লাস্টিকে দূষণ কম। কারণ ব্যবহারের পর এই প্লাস্টিক সহজে মাটিতে মেশে।

কেমন! ১৮/৮২

কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কের কাছে শিল্প -কারখানা বন্ধ করার ফতোয়া। ফতোয়া ৭০টি শিল্পের উপর। আর ফতোয়া দিয়েছে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল। পাশাপাশি ট্রাইবুনাল কেন্দ্র ও আসাম সরকারের পরিবেশ বিভাগকে বাতিল শিল্প পিছু এক লাখ করে জরিমানা করেছে, নিষিদ্ধ এলাকায় শিল্প গড়ার অনুমতিদানের জন্য। এই পার্ক ঘিরে আছে ৩৪টি পাথরভাঙার কারখানা, ৩৪টি ইটভাটা ও ২৫টা চা কারখানা, এছাড়া আছে পাথরখাদান। এখন অব্দি এখানে ৩৩,৫০০ টন কয়লা পুড়েছে। এই কয়লায় গন্ধকের পরিমাণ বেশ তীব্র। সঙ্গে এতদিন জমেছে চা কারখানার বর্জ্য। ফতোয়ার কাজ সম্ভব হয়েছে প্রকৃতি-সংরক্ষণব্রতী রোহিত চৌধুরীর সক্রিয়তার দরুন।

গম নয় জাম ১৮/৮৩

পাঞ্জাবে জামের ফলন কমেছে। বেশি কমেছে ফরিদকোট জেলায়। পাশাপাশি জাম কম হয়েছে আরোহর, ফাজিকা, ফিরোজপুর, মুক্তসর, মোগা এবং ম্যালাউট-এ। কারণ গ্রীষ্মে গরম বাড়া, বেশিদিন শীত থাকা ও বৃষ্টি না হওয়া। একা ফরিদকোট জেলারই উৎপাদন ছিল ৯০০ কুইন্ট্যাল, এবার তা নেমে হয়েছে ১০০ কুইন্ট্যাল। কৃষকরা দায়ী করছে পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বলছে, তারা এই আবহাওয়া উপযোগী জামের জাত তৈরির চেষ্টা করছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে ‘পরিষেবা’ কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

কেন্দ্রে বিষ

১৮/৮৪

দিল্লিতে সবজিতে বিষ। এই বিষ দিল্লির রাজঘাট, বদবপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থে। এমন বলছে জওরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস। দিল্লির এই তিন এলাকায় তিন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। বলা হচ্ছে, এই তিন কেন্দ্রের লাগোয়া খেতের সবজিতে অতিমাত্রায় ভারি ধাতু ও পলিসাইক্লিক অ্যারোমটিক হাইড্রোকার্বন পাওয়া গেছে। সঙ্গে পাওয়া গেছে, ক্যাডমিয়াম-নিকেল-ক্রোমিয়াম ও দস্তা। সমীক্ষক দলের অনুমান, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পোড়া কয়লার ধোঁয়া থেকেই এই সবজির দূষণ।

নিরামিষ

১৮/৮৫

বেপরোয়া মাছধরা ও মৎস্যশিকার উৎসবে কেরলের মিষ্টিজলের মাছ বিপন্ন। সঙ্গে শেষ হচ্ছে সাপ, ব্যাং, কচ্ছপ ও সারস। মিষ্টি জলের মাছ বিপন্ন নদী থেকে বালি তোলা ও চাষজমির কীটনাশক জলে মেশার জন্যও। এই মাছ ধরা হয় মাছ ডিম ছাড়তে আসার সময়ই। এখন অব্দি ত্রিচূড় জেলায় ২০টি প্রজাতি, ওয়ান্ড-এ ৩০টি, কান্নুরে ১৬টি, পথনামথিওয় ৯টি আর কোট্টায়মে ১৫টি প্রজাতির মাছ এইভাবে শিকার করা হয়েছে। এইসব তথ্য এসেছে কেরল জৈব বৈচিত্র্য পর্ষদের হালের এক সমীক্ষা থেকে।

ন তু ন | ব ই

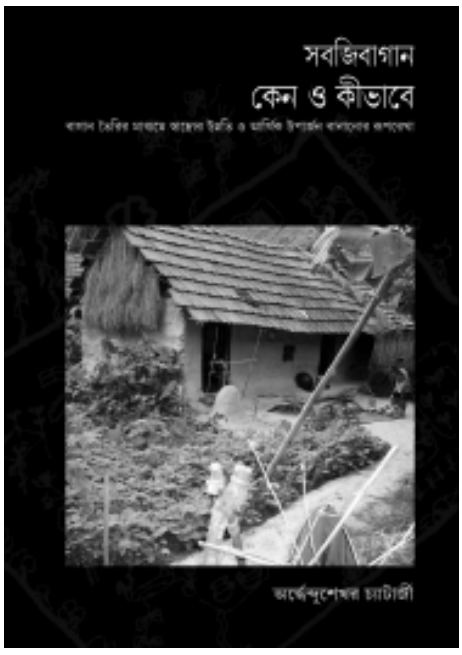

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু